86 সেচযন্ত্র মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স - প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন

(প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ১৯৯৫)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক
এম.এ. (ভূগোল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা কর্মের প্রধান দু'টি উদ্দেশ্য হ'ল ঃ

১) মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের প্রভাব পরিমাপ করা। অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রশিক্ষণ কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছে তা যাচাই করা; এবং

২) প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারের সমস্যা চিহ্নিত করা ও প্রতিকারের সমাধান বের করা।

গ) সারসংক্ষেপ

সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি মেকানিক কোর্সের আওতায় প্রশিণপ্রাপ্ত উত্তরদাতাদের ৫৪ জনের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই শিক্ষিত। অধিকাংশ অপোকৃত তরুণ এবং পেশায় কৃষিজীবী। এরুপ অবস্থা যে কোন প্রশিক্ষণ কোর্স বিশেষ করে মেকানিক প্রশিক্ষণের মত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক একটি কোর্সের ফলপ্রসুতার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমীক্ষাধীন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সেচ এলাকা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আয় বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া এ প্রশিক্ষণ সেচযন্ত্র মেরামত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের স্থানীয় পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে বাড়তি আয়ের সাথে সাথে তাদের সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে যে, ৮ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সেচযন্ত্র মেরামত জাতীয় কোন কাজ করছে না। অপর ৬ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বিনা পয়সায় বা স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করছে। অর্থাৎ এরা প্রকৃত অর্থে কাজ করছে কি করছে না, তা জোর দিয়ে বলা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে অপর ৪০ জন (৭৪%) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে ২৫ জনের প্রত্যেককেই ১,২৪৪/- টাকা করে বাড়তি আয় এবং অপর ১৫ জন মাথাপিছু ৭১০/- টাকা করে সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু তাদের মধ্যে ৮ জন (১৫%) ছয় মাসের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান পেয়েছে। এটি প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি ফলপ্রসু দিক বটে।

সমস্যা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা (২৩%) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরোপুরি অর্থাৎ পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। ফলে কতিপয় উত্তরদাতার উপর জনগণের আস্থা নেই। মাঠ পর্যায়ে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবও রয়েছে। কেউ কেউ কোর্সটি পুরোপুরি আত্মস্থ' করতে সক্ষম হয়নি। কয়েকজন আবার কোর্সের স্বল্পকালীন মেয়াদকে সমস্যা হিসেবে দেখছে। বস্তুতঃ শেষোক্ত সমস্যাটি অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা দূরীকরণার্থে তারা কোর্সের মেয়াদ বাড়ানোর কথা বলেছে। এছাড়া প্রশিক্ষণকালে ব্যবহারিক বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য তাদের পরামর্শ রয়েছে।

ঘ) উপসংহার

মেকানিক প্রশিক্ষণ কোর্সটির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কল্যাণকর্মীদের সিংহভাগ সেচযন্ত্র মেরামত, পরামর্শ দান প্রভৃতি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় কোর্সটি ফলপ্রসু। এ সফলতার পিছনে মূলতঃ তিনটি উপাদান যথা- (১) সঠিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, (২) প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ সমবায় সমিতির সরাসরি সেবা সহায়তা, এবং (৩) এলাকায় সেচের প্রয়োজনীয়তা ও বাড়তি আয়ের সুযোগ কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ, হলো কতিপয় উত্তরদাতার পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব জ্ঞানের অভাব। তাদের অনীহা এবং দায়বদ্ধতার অভাবও কারণ হতে পারে। মাঠ পর্যায়ে সর্বাধিক ফল পেতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার ঃ

ক) প্রশিক্ষণ কোর্সটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা;

খ) প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যবহারিক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া;

গ) মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে কোর্সের পাঠক্রমে কিছু নতুন বিষয় যথা-পাওয়ারটিলার সেচনালাা নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি সংযোজন করা;

ঘ) আগ্রহী ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা এবং

ঙ) প্রকল্প কর্মীগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে ফলোআপ করা।

তাছাড়া থানা পর্যায়ে বর্তমানে সেচযন্ত্র মেরামতের উপর পরামর্শ ও সেবা-সহায়তা দেয়ার মত কোন সরকারী বা বেসরকারী বিভাগ নেই। মেকানিক কোর্সের সুদুর প্রসারী ফলাফল পেতে হলে সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া দরকার।